স্বাস্থ্যখাতের বাজেট পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

উন্নয়ন সমন্বয়

জুন, ২০২২

প্রসঙ্গ

জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে সরকার চেষ্টা করবে জনগণকে স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা প্রদান করার। সাংবিধানিকভাবেই এই অধিকার বাংলাদেশের জনগণ ভোগ করছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিষয়ক সূচকগুলোতে প্রশংসনীয় অর্জন পরিলক্ষিত হলেও মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয় জিডিপি'র ২.৩৪ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো গড়ে তাদের জিডিপির ৫.১ শতাংশ ব্যয় করে থাকে, সেই তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে । বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশেই ২০২০ সালের প্রথমার্ধ হতে অদ্যাবধি 'কোভিড-১৯ অতিমারির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ঢেউয়ের প্রকোপে সংকটাপন্ন সময় অতিক্রম করছে ও ২০২২ সালের শুরু দিকে এসেও বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিরাজ করছে।তবে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রায় ২৫.৮ কোটি করোনার টিকা (যার মধ্যে ১ম ডোজ ১২.৯ কোটি, ২য় ডোজ ১১.৮ কোটি এবং বুস্টার ডোজ ১.৫ কোটি) সাধারণ মানুষকে করা হয়েছে। বলতে গেলে ডাব্লিউএইচও' এর সুপারিশ অনুযায়ী ১২ বছরের উর্ধ্বে ৭০ শতাংশ মানুষকে করোনা টিকার আওতায় নিয়ে আসতে বাংলাদেশ সফল হয়েছে।

সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে মানুষের চিকিৎসা ব্যয়ভার কমানো বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস, ১৯৯৭-২০২০ এসর হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাথাপিছু কারেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার মাত্র ৪৫ ডলার , যা দক্ষিণ এশিয়া সকল দেশের তুলনায় কম। আর এই অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যয়ের বৃহত্তম অংশটিই করতে হচ্ছে নাগরিকদের নিজেদের পকেট থেকে (প্রায় ৬৮ শতাংশ) ব্যয় করতে হচ্ছে, যেখান সরকার ব্যয় করছে মাত্র ২৩ শতাংশ।

সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। স্বাস্থসেবা বিভাগ এর সাথে প্রাসঙ্গিক এসডিজির প্রতিটি লক্ষ্য এবং সূচকের বিপরীতে ক্ষেত্র ভিত্তিক অগ্রগতি ইতোমধ্যেই প্রতীয়মান। গত এক দশকে মাতৃমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেছে । পাঁচ বছরের নিচের শিশু মৃত্যুহার কমেছে যেটা এসডিজি ২০২৫ এর লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি। অন্যদিকে সদ্য জন্মগ্রহন করা শিশু মৃত্যুহারও কমেছে।

বাংলাদেশ সরকারের মধ্যমমেয়াদে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কৌশল নিয়ে আগাচ্ছে, যার মধ্যে মা ও শিশুর উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, সবার জন্য মান সম্মত ও বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণ, উন্নত ও দক্ষ ঔষধ খাত প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন ইত্যাদিই প্রধান। করোনাকালীন বাস্তবতায় স্বাস্থ্যখাত নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে। তাই মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে এই খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকে সরকারের গুরুত্ব বাড়ছে।

স্বাস্থ্য খাতে এবারের বরাদ্দ

কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও স্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে সরকার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা অব্যাহত রেখেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৬ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা। যা মোট বাজেটের সাড়ে ৫ শতাংশের কম। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে এই খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের থেকে প্রায় ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত কয়েক অর্থবছরে মোট বরাদ্দ টাকার অংকে ক্রমান্বয়ে বাড়লেও মোট বাজেটের শতাংশ হিসেবে তা বাড়েনি। মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বাড়বে এই বছরের তুলনায় ১১ শতাংশের মত।

চিত্র ১: প্রস্তাবিতসহ বিগত পাঁচ বছরের স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ

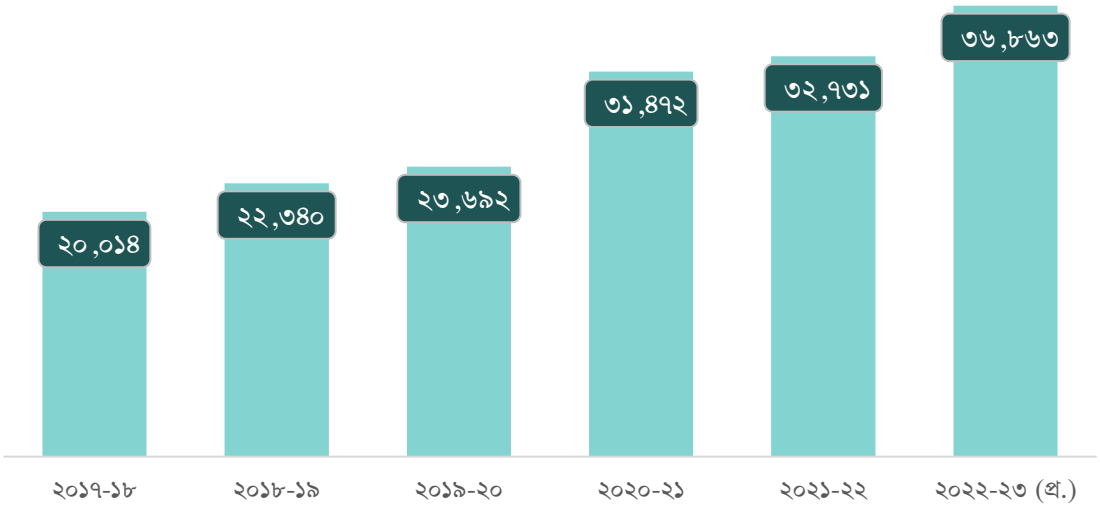

তথ্যসূত্র: বাজেট স্র-সংক্ষেপ, ২০২২-২৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ বিশ্লেষণ

অর্থনৈতিক খাত ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার কৌশল বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হলো এডিপি। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে এডিপির বরাদ্দ ৫,৪৮১ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে)। স্বাস্থ্য সেক্টরকে অগ্রাধিকার সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করে এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP) সহ স্বাস্থ্য সেক্টরের অধীন স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সাব-সেক্টরসমূহের আওতায় নতুন অননুমোদিত ৩৯ টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে ২ টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র ২: এডিপি'তে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য দিক

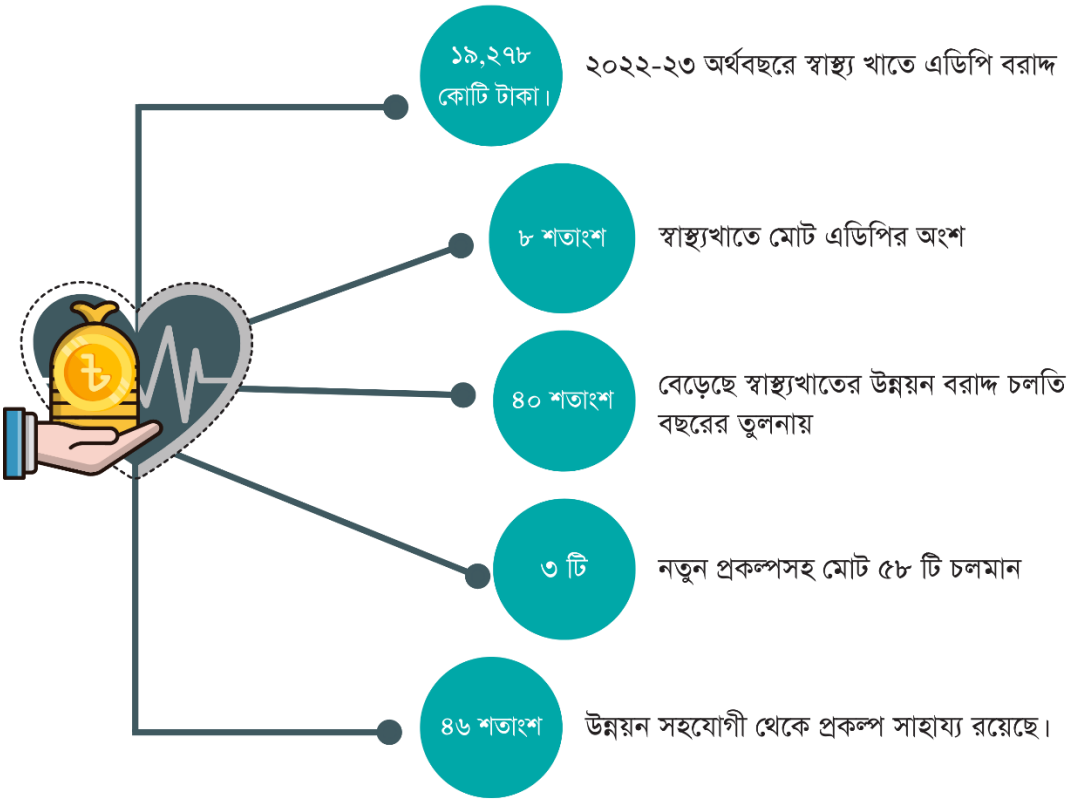

স্বাস্থ্যখাতের এডিপি'র বরাদ্দ বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় বেশ বেড়েছে। এবং প্রস্তাবিত বাজেটে ৩ টি নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে -১৫টি সরকারি হাসপাতালে হাসপাতাল ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ৫টি নিধারিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সাজার্রি ইউনিট স্থাপন' উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় করোনাকালীন সময়ে গৃহিত 'কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস' এবং 'কোভিড-১৯ রেসপন্স ইমারজেন্সী এ্যাসিসটেন্স' প্রকল্প দুটিই চলমান রয়েছে। এছাড়াও চলতি বছরের ন্যায় প্রস্তাবিত বাজেটেও করোনাকালিন দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ৫ ,০০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে আলোচিত বিভিন্ন দিক

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সফলতার সাথে দ্রুততম সময়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছিলো। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০২২ মে মাস পর্যন্ত প্রায় ২৬ কোটি টিকার ডোজ প্রদান করেছে। এছাড়াও করোনাজণিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য এই বছরও ৫০০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারের কিছু প্রস্তাবও বিবেচনায় নিয়েছেন । এছাড়া সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা তহবিল এবং এর মাধ্যমে মৌলিক গবেষণার জন্য বিনিয়োগ কার্যক্রম ভবিষ্যৎ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

চিত্র ৩: এবারের স্বাস্থ্যখাতের বাজেটের বিশেষ মনোযোগ

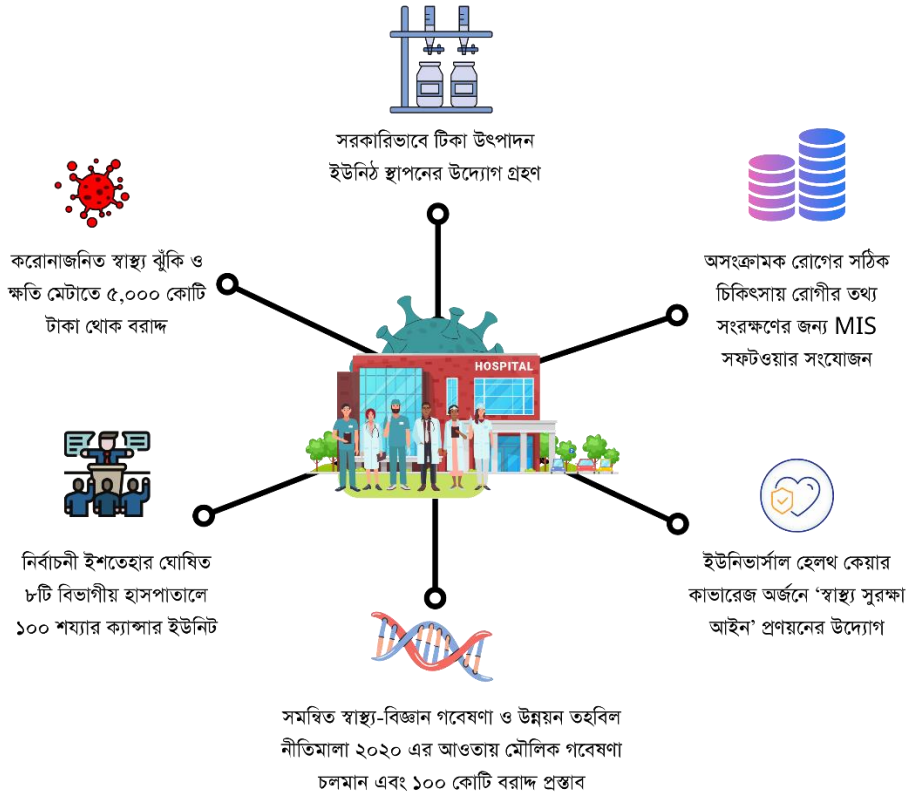

উপসংহার

সাশ্রয়ী মূল্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি সুস্থ,সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা আবর্তন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে, যা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) কাঠামোর প্রস্তাবিত প্রধান লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) অনুযায়ী বাংলাদেশকে দারিদ্যমুক্ত, উচ্চ আয়ের একটি দেশ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে দেশের সবাই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য সেবা পাবেন। তবে, এই সময়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা বাবদ নিজের পকেট খরচ কমানো। সেই বাস্তবতায় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বাজেটে বরাদ্দ যেমন বাড়ানো উচিত তেমনি স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন ব্যয় প্রাক্কলন অনুযায়ী ব্যয় করা সক্ষমতা তৈরি করা দরকার।

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক পরিচালিত 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা। এই উদ্যোগে আর্থিকভাবে সহায়তা করেছে 'উন্নয়ন সমন্বয়'।

উন্নয়ন সমন্বয়